গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
Web: http://coop.sadar.noakhali.gov.bd/
E-mail: ucosadar@yahoo.com
Facebook ID: https://www.facebook.com/Uco.Sadar.Noakhali

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

মুখবন্ধ

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার আর্থ –সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভূত করে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাসে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী ও আওতাধীন সমবায় সমিতিসমূহ অত্র উপজেলা তথা জেলা ও দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো।

প্রতিবেদনটিতে উপজেলায় সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল তথ্য মাঠ পর্যায়ে সমবায় সমিতিসমূহ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালীতে চূড়ান্তভাবে সংকলন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থীসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৩/০৯/২০২৪
(মিনু প্রভা ভৌমিক)
উপজেলা সমবায় অফিসার
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

উপদেষ্টা

মিনু প্রভা ভৌমিক
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

সম্পাদনা পরিষদ

সামছু উদ্দিন চৌধুরী
সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

মোহাম্মদ সামছু উদ্দিন
সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

তৃণা দাস
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

সংকলন

মোহাম্মদ সামছু উদ্দিন
সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

প্রকাশকাল

০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রকাশনায়

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
Web: http://coop.sadar.noakhali.gov.bd
E-mail: ucosadar@yahoo.com

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য বিবরণী	৫
ভূমিকা	৭
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৮
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর লক্ষ্য এবং দায়িত্ব	৮
এক নজরে সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং সমবায় সমিতির কার্যক্রমসমূহ	১০
সমবায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১২
একটি আদর্শ সমবায়ের দৃষ্টান্ত	১৩
জেলা/ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী জনবল কাঠামো	১৪
উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের স্থিরচিত্র	১৫-১৭
সমবায় সংগীত	১৮

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি			মন্তব্য
১.	সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ	সমবায় বিভাগীয়		পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	মোট
	কেন্দ্রীয়	০৩ টি		০২ টি	০৫ টি
	প্রাথমিক	১৪৪ টি		১৭৪ টি	৩১৮ টি
	মোট:	১৪৭ টি		১৭৬ টি	৩২৩ টি
২.	আলোচ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান				০৩ টি
৩.	আলোচ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমবায় সমিতি নিবন্ধন বাতিল				৪৯ টি
৪.	সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ				৩২,০৯৩ জন
৫.	সমবায় সমিতির গৃহীত শেয়ার মূলধনঃ				৫৩,১৯,০০০ টাকা
৬.	সমবায় সমিতির গৃহীত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণঃ				১০,৩১,৯০,০০০ টাকা
৭.	সমবায় সমিতির সংরক্ষিত তহবিল ও নীট লাভ থেকে সৃষ্ট তহবিলঃ				৯৮,৯৩,০০০ টাকা
৮.	সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনঃ				৩২,৫৭,৫৩,০০০ টাকা
৯.	সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে (নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে)ঋণ বিতরণ ও আদায়ঃ				
	ঋণ বিতরণঃ	৫৬,৭০,৪৬,০০০ টাকা		ঋণ আদায়ঃ	৩৭,২৮,৭৯,০০০ টাকা
১০.	ঋণ গ্রহণের ফলে উপকারভোগী স্বাবলম্বী হওয়ার সংখ্যাঃ			৫৯৭ জন	
১১.	সমবায় সমিতির নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ (জমি, মার্কেট ও ব্যাংক ব্যালেন্সসহ): ৯০৭.০৭ টাকা				
১২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অগ্রাধিকার প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন জনগণকে পুনর্বাসন (আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ ফেইজ-২/আশ্রয়ণ-২):				
	ক) প্রকল্পের সংখ্যা:			০৩ টি	
	খ) সমবায় সমিতির সংখ্যা:			১৩ টি	
	গ) সদস্য সংখ্যা:			৫৪০ জন	
	ঘ) ব্যারাক সংখ্যা:			২২৮ টি	
	ঙ) ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন:			২২৮ পরিবার	
	চ) পুনর্বাসিত পরিবারকে ঋণ বিতরণ (সরকারী ঋণ):	১২,৩৯,০০০ টাকা		ঋণ আদায়:	৬,৬২,১৮৭ টাকা
১৩.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (বার্ড, কুমিল্লা):				
		সমিতির সংখ্যা		**সদস্য সংখ্যা**	
		নাই		নাই	
	ঋণ বিতরণ:	নাই		ঋণ আদায়:	নাই
১৪.	ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্প(সরকারি অর্থায়নে):				
	ঋণ বিতরণ:	নাই		ঋণ আদায়:	নাই
	বিশেষায়িত সমবায় সমিতিঃ	**সমিতির সংখ্যা**		**সদস্য সংখ্যা**	
১৫.	কালব্ ভুক্ত সমবায় সমিতি:	নাই		নাই	
১৬.	**সমবায় ব্যাংক এর আওতাধীন:**	**১৪ টি**		**৬১৩৬ জন**	
	ক) প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাংক	০১ টি		২,৮২৫ জন	
	খ) প্রাথমিক ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৮ টি		১,৩৬৩ জন	
	গ) প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি	০৫ টি		৩৬৮ জন	
১৭.	সিআইজি (কৃষি/মৎস্য/প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন):	নাই		নাই	
১৮.	সিবিজি (মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন):	০২ টি		৪০ জন	
১৯.	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি:	নাই		নাই	
২০.	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি:	০১ টি		৭৬৮ জন	
	ক) স্লুইস গেইট নির্মাণ- ০১ টি				
	খ) খাল খনন- ০১ টি				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০২২-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য
২১.	**সফল সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ**	**০৫ টি**	
	সফল সমবায় সমিতির নামঃ	**উপজেলার নাম**	
	১) নোয়াখালী পৌর ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক কল্যাণ সমবায় সমিতি লি:	সদর	
	২) নোয়াখালী ক্ষুদ্র হকার্স সমবায় সমিতি লি:	সদর	
	৩) মিশুক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:	সদর	
	৪) নোয়াখালী খ্রিস্টান সমবায় সমিতি লি:	সদর	
	৫) পল্লী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:	সদর	
	৬) প্রদীপ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি:	সদর	
২২.	**সমবায় সমিতির মালিকানাধীন মার্কেট সমূহ:**	**০৪ টি**	
	১) নোয়াখালী সুপার মার্কেট;	নোয়াখালী সদর	
	২) নোয়াখালী ক্ষুদ্র হকার্স সমবায় মার্কেট;	নোয়াখালী সদর	
	৩) নদী বাংলা সমবায় টাওয়ার;	নোয়াখালী সদর	
	৪) সমবায় মার্কেট, টাউন হল মোড়;	নোয়াখালী সদর	
২৩.	সমবায় মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সংখ্যা:	৫৩৫ জন	
২৪.	সমবায় সমিতিতে কর্মসংস্থান:	১০২০ জন	
২৫.	আলোচ্য ২৩-২৪ অর্থবছরে সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ:	নাই	
২৬.	অবসায়নে ন্যস্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা:	০৮ টি	
২৭.	আলোচ্য বর্ষে সরকারী কোষাগারে রাজস্ব জমা:	**ধার্য**	**আদায়**
	ক) অডিট ফি/নিবন্ধন ফি/ভ্যাট	১,১৭,৮১০ টাকা	১,১৭,৮১০ টাকা
	খ) সমবায় উন্নয়ন তহবিল	৬১,৮৮৫ টাকা	৬১,৮৮৫ টাকা
	মোট:	**১,২৬,৫৭৩** টাকা	**১,২৬,৫৭৩** টাকা
২৮.	আলোচ্য বর্ষে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রদান:	**প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা**	**প্রশিক্ষণ প্রদান**
	ক) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	১০০ জন	১০০ জন
	খ) আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (বিভিন্ন ট্রেডে)	২২ জন	২২ জন
	গ) কর্মকর্তা-কর্মচারি (দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে)	০২ জন	০২ জন
	মোট:	**১২৪ জন**	**১২৪ জন**
২৯.	আলোচ্য বর্ষে সমবায় সমিতির অডিট অগ্রগতি:	**অডিটের লক্ষ্যমাত্রা**	**অডিট অগ্রগতি**
	ক) সমবায় বিভাগীয় (কেন্দ্রীয়/প্রাথমিক)	১০৫ টি	১০৫ টি
	খ) পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(কেন্দ্রীয়)	০০ টি	০০ টি
	মোট:	**১০৫ টি**	**১০৫ টি**
৩০.	সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ		৬,৯৫,৪২,০০০ টাকা
৩১.	সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিশোধিত সরকারি ঋণ		নাই
৩২.	সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ দেনা		৬,৯৫,৪২,০০০ টাকা
৩৩.	**জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন প্রাপ্ত সমবায় সমিতি**	**১টি**	
	১) নোয়াখালী পৌর ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক কল্যাণ সমবায় সমিতি লি:		

এছাড়াও সমবায় বিভাগের প্রদত্ত সেবাসমূহ তৃণমূলে পৌছানোর লক্ষ্যে জনসাধারণকে অবহিত করার নিমিত্ত নিয়মিতভাবে উন্নয়ন মেলা ও সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। নাগরিক সেবা সহজ ও দ্রুত করার জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ দপ্তরের শতভাগ (১০০%) কার্যক্রম ডি-নথি সিস্টেমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

ভূমিকা

দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। সুষম সামাজিক উন্নয়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভাবসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সংহতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনে সমবায়ের বিকল্প নাই । সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত হয়ে যে বিপুল অংকের পুঁজি তৈরি হয় তা হতে পারে মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চাবিকাঠি। সরকারি ঋণদান সংস্থা, ব্যাংক বা অন্য কোন অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণদানে পিছপা হয়। এই হতাশাজনক ও অমর্যাদাকর অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে এবং আত্ন-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসতে একমাত্র সহায়ক ও পরীক্ষিত পদ্ধতি হলো সমবায়। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য সমবায়ের পথ ধরেই এগোতে হবে। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জেলা সমবায় কার্যালয় বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ তথা নোয়াখালী জেলায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন সমবায় সমিতি। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। এছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে জেলায় গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভুমি ও বাসস্থান বরাদ্ধ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভুমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন চালক-মালিক-শ্রমিক সমবায় দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জেলার সমবায় খাতের কর্মকান্ডের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র, কার্যাবলি, লক্ষ্য এবং দায়িত্বঃ

১.১ রূপকল্প (Vision) :

টেকসই সমবায় টেকসই উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১.৩.১ উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ;

২. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন;

৩. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলি (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)(Functions):

১.সমবায় নীতিতে সমবায় বান্ধব কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান;

২.নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

৩.সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৪.প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা করা;

৫.সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;

৬.পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

৭.গ্রামীণ মহিলা ও সাধারণ জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন;

৮.সমবায় পন্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৯.অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচী এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করা।

১.৫ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর লক্ষ্য এবং দায়িত্ব:

১.সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়নে প্রস্তাবনা প্রদান করা;

২.নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা;

৩.সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ বা প্রস্তাবনা প্রদান করা;

৪.উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর এর কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারিদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৫.সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা;

৬.যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

৭.সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান করা;

৮.উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা;

৯.বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি ইত্যাদি সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্লান্ট স্থাপন এবং পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য ঋণ ও যন্ত্রপাতিসমূহ এবং সমবায় সমিতির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা;

১০.সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কাজ-কর্ম পরিচালনা করা; এবং

১১.দাপ্তরিক প্রশাসন পরিচালনা।

> একটি সংগঠনের প্রাপ্তি হলো সংগঠনটির প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার যোগফল।
> ----------ভিনসে লমবার্ডি

এক নজরে সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং সমবায় সমিতির কার্যক্রম সমূহঃ

রূপকল্প (ভিশন) : টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (মিশন) : সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

****সেবাসমূহঃ**

০১.সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান (৩৫ প্রকারের নিবন্ধন দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য প্রকার : উৎপাদনমুখী সমবায়, পেশাজীবী সমবায়, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক সমবায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ সমবায়, পর্যটন শিল্প সমবায়, মৎস্যজীবি বা মৎস্যচাষী সমবায়, শ্রমজীবি সমবায়, মৃৎশিল্পী সমবায়, মহিলা সমবায়, অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক বা ট্যাঙ্ক-লরি চালক সমবায়, হকার্স সমবায়, পরিবহন মালিক বা শ্রমিক সমবায়, কর্মচারি সমবায়, দুগ্ধ সমবায়, মুক্তিযোদ্ধা সমবায়, যুব সমবায়, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায়, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়, গৃহায়ন(হাউজিং) সমবায়, ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট মালিক সমবায়, দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায়, ভোগ্যপণ্য সমবায়, সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় ইত্যাদি)। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন (সিআইজি) সমিতির নিবন্ধনও এ বিভাগ প্রদান করে থাকে।

০২. সমবায় সমিতির বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন।

০৩. সমবায় সমিতিসমূহ বার্ষিক নীটলাভের ভিত্তিতে ১০% হারে নিরীক্ষা ফি, ১৫% হারে ভ্যাট এবং ৩% হারে সমবায় উন্নয়ন তহবিল খাতে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা প্রদান।

০৪. সমবায় সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী ও আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়ন ব্যতিরেকেই সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান (স্বল্প মেয়াদী/দীর্ঘ মেয়াদী)।

০৫. সমবায় সমিতির মাধ্যমে আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

০৬. সমবায় সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইন সংশোধন।

০৭. সমবায় সমিতির বিরোধ মামলা ও আপীল নিষ্পত্তি।

০৮. সমবায় সমিতির অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ।

০৯. সমবায় সমিতির নির্বাচন কমিটি নিয়োগ।

১০. সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ৪৯ ধারায় সমিতির তদন্ত সম্পাদন।

১১. সমবায় সমিতির তহবিল তছরূপ বিষয়ে ৮৩ ধারায় দায় নির্ধারণ।

১২. সমবায় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অনুষ্ঠিত সরকারের উন্নয়ন মেলা/ অন্যান্য মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

১৩. জাল যার জলা তার' এই নীতিতে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদানে সহযোগিতা করা।

****প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**

০১.সমবায় সমিতির সদস্য তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান। যেমন : সমিতি ব্যবস্থাপনা, সমিতির হিসাব সংরক্ষণ, বেসিক কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিং, আউটসোর্সিং, হিসাব ও নিরীক্ষা, পাইপ ফিটিংস, ইলেক্ট্রিক্যাল, ক্রিষ্টাল শো-পিছ, সেলাই, গাভী পালন, গরুমোটাতাজাকরণ, ব্লক বাটিক, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ছাদ কৃষি ও বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ এবং ফলমূল চাষ, মৎস্য চাষ ও বিউটিফিকেশন ইত্যাদি।

০২. জেলার প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় গিয়ে সমবায়ীদের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

****প্রকল্প সমূহঃ**

০১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের অধীনে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' এর মাধ্যমে ভূমিহীন পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যগণের মাঝে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ বিতরণ ও আশ্রয় প্রদান।

০২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী' প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন, বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ঋণ প্রদান।

০৩. ফ্যামেলি ওয়েলফেয়ার'প্রকল্পের অধীন আয়বর্ধক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমবায়ীদের ঋণ প্রদান।

****সমবায় সমিতির কার্যক্রম সমূহ (আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে):**

০১. সদস্যদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ পূর্বক সদস্যদের ঋণ প্রদান;

০২. জমি ক্রয়-বিক্রয়;

০৩.মৎস্য চাষ;

০৪.গবাদী পশুপালন;

০৫. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি;

০৬. সমবায় মার্কেট প্রতিষ্ঠা ও মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান;

০৭. শিক্ষার প্রসারে স্কুল প্রতিষ্ঠা,গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান ও বৃত্তি প্রদান এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

০৮. সমবায় সমিতির বার্ষিক নীট লাভ হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ প্রদান।

এছাড়াও সমবায় বিভাগ সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারের রাজস্ব আহরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তদুপরি সরকারের চলমান অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে এ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

❖ সমবায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

১৯ শতকের দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চরম বেকারত্ব ও দারিদ্রের কবল থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের রচডেল শহরের তাঁতী ও শ্রমিকদের উদ্যোগে গঠিত সমবায় সংগঠনের ব্যাপক সফলতার ফলে অর্থনীতির এই তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে দরিদ্র কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে সমবায় যাত্রা শুরু করে সমবায় আইন ১৯০৪ জারীর মাধ্যমে। অত:পর সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে পূর্বের আইন সংশোধন করে সমবায় সমিতি আইন ১৯১২ ও পরবর্তীতে ১৯৪০ সনে বংগীয় সমবায় সমিতি আইন জারী করে। ১৯৪২ সালে ভারত উপমহাদেশে প্রথম সমবায় নিয়মাবলী জারী হয়। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন সরকার জাতীয় সমবায় ব্যাংক ও ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমবায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এরপর ৬০ এর দশকে কুমিল্লা মডেল হিসেবে খ্যাত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সারাদেশে ব্যাপক ব্যাপ্তি লাভ করে। বাংলাদেশে ১ম বারের মত ১৯৪০ সালের সমবায় আইনকে যুগোপযোগী করে সামরিক সরকার কর্তৃক ১৯৮৪ সালে সমবায় অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ১৯৮৭ সালে সমবায় নিয়মাবলী প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। ২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় সমিতি আইন জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর কতিপয় ধারা সংশোধন করে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০০২ জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর কতিপয় বিধি সংশোধন করা হয়। দারিদ্রমুক্ত আত্ন-নির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমবায়ী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিকে যুগোপযোগী করে জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ কে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারী করা হয়। এর পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে থাকে স্বাধীন ও স্বপ্রণোদিত বিপুল সংখ্যক সফল ও স্বার্থক সমবায় সংগঠন। কালক্রমে তা অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃতি লাভ করে।

একটি আদর্শ সমবায়ের দৃষ্টান্ত:

বিশ্ব মানবতার মহান মুক্তিদূত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই ''হিলফুল ফুজুল'' নামক সমবায় গঠনের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে ফুজ্জার যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিণতির প্রেক্ষাপটে নিজ চাচা যুবাইরসহ উক্ত সমবায় গঠন করেছিলেন। এই সমবায়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

১. দেশ থেকে অশান্তি দূর করার যথাযথ প্রয়াস চালানো।
২. প্রবাসীদের জীবন সম্পদ মান সম্মান রক্ষার্থে সদা সচেষ্ট থাকা।
৩. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করা।
৪. অত্যাচারীর হাত হতে অত্যাচারিতদের রক্ষা করা।
৫. অত্যাচারীকে প্রাণপণে প্রতিহত করা।

যদিও নবী করীম (সাঃ) নবুয়ত পূর্ব জীবনে উক্ত সমবায় গঠন করেছিলেন। তথাপি উপরোক্ত সমবায় বর্তমানের যে কোন সমবায়ের জন্য মডেল হতে পারে। কেননা এর প্রত্যেকটি ঘোষণা কুরআন হাদীস সম্মত।

প্রথম দফা কর্মসূচি অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভ করতে চায়, ইহা দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।' (মায়িদা-১৬)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন- 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা উহাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তাকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়নদের নিকটবর্তী।' (আরাফ- ৫৬)

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি তথা অন্যের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না।' (বাকারা- ১৮৮)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণেও উক্ত কথার প্রতিধ্বনী শোনা যায়, 'তোমাদের এ শহর এ মাস এ দিনটি যেমন পবিত্র ও সম্মানিত তেমনি তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও মান ইজ্জতকেও আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত ও পবিত্র করে দিয়েছেন।' (বুখারী)

তৃতীয় দফা বা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টি সমবায়ের আরেক মৌলিক দিক। ইসলাম সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়। কুরআনের ভাষণ: 'প্রত্যেক মুমিন ভাই ভাই সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা কর।' (সূরা হুজুরাত: ১০)

হাদীসে এসেছে, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না। মহানবী (সঃ) নিজ বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, তাকওয়া এখানে। নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম।' (মুসলিম)

পারস্পরিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতির ব্যাপারে কুরআনের আরেকটি আয়াত পাণিধানযোগ্য: 'তিনি তাদের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (আনফাল-৬৩)

চতুর্থ ও পঞ্চম ঘোষণা অনুযায়ী অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে রক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন, 'যারা সীমালংঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে অগ্নি তোমাকে স্পর্শ করবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।' (হুদ-১১৩)

হাদীসে এসেছে- ''তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক আর মাজলুম হোক এখানে জালিমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা''।

একটি হকপন্থী সমাজে সমবায় প্রতিষ্ঠা করে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি অন্যায়, অধিকার, জুলুম ও সংকট উত্তরণে সমবায়ীরা রাখতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন- ''তোমাদের মধ্যে কেউ মন্দ কাজ হতে দেখলে সে তা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করবে। যদি সে এর শক্তি না রাখে তবে মুখ দ্বারা, আর যদি এর শক্তিও না রাখে তবে অন্তর দ্বারা চিন্তা করবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর''। (মিশকাত)

নোয়াখালী জেলাধীন সমবায় বিভাগের জনবল কাঠামো

(জুন/২০২৪)

ক্রঃ নং	পদের নাম	শ্রেণী	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ	মন্তব্য
	জেলা কার্যালয়:					
০১	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	১ম	০১	০১	--	
০২	উপ-সহকারী নিবন্ধক	২য়	০১	০১	--	
০৩	জেলা অডিটর	৩য়	০১	--	০১	
০৪	পরিদর্শক	৩য়	০৯	০৯	--	
০৫	প্রশিক্ষক	৩য়	০১	--	০১	
০৬	সরেজমিনে তদন্তকারী	৩য়	০১	০১	--	
০৭	সহকারী প্রশিক্ষক	৩য়	০১	০১	--	
০৮	তাঁত তত্ত্বাবধায়ক	৩য়	০১	--	০১	
০৯	উচ্চমান সহকারী	৩য়	০১	০১	--	
১০	হিসাবরক্ষক	৩য়	০১	০১	--	
১১	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩য়	০২	০১	০১	
১২	ক্যাশিয়ার	৩য়	০১	০১	--	
১৩	ড্রাইভার	৩য়	০২	০১	০১	অনুমোদিত ২টি পদের মধ্যে ১টি পদ আদেশ নং-৪৪১এ/ও তারিখ:৫/৩/২০১৫ খ্রি. মূলে সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।
১৪	ক্যাশ সরকার	৪র্থ	০১	০১	--	
১৫	নিরাপত্তা প্রহরী	৪র্থ	০১	০১	--	
১৬	অফিস সহায়ক	৪র্থ	০৫	০৫	--	
১৭	অফিস সহায়ক(আউট সোর্সিং)	৪র্থ	০২	০২	--	
	জেলার মোট:		৩২	২৭	০৫	
	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী					
০১	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	২য়	০১	০১	--	
০২	সহকারী পরিদর্শক	৩য়	০২	০২	--	
০৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩য়	০১	০১	--	
০৪	অফিস সহায়ক	৪র্থ	০১	০১	--	
	নোয়াখালী সদর উপজেলার মোট:		০৫	০৫	--	
	জেলা/উপজেলার সর্বমোট:		৩৭	৩২	০৫	

নোয়াখালী সুপার মার্কেট

নোয়াখালী পৌর ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক কল্যাণ সমবায় সমিতি লি: এর একটি প্রতিষ্ঠান

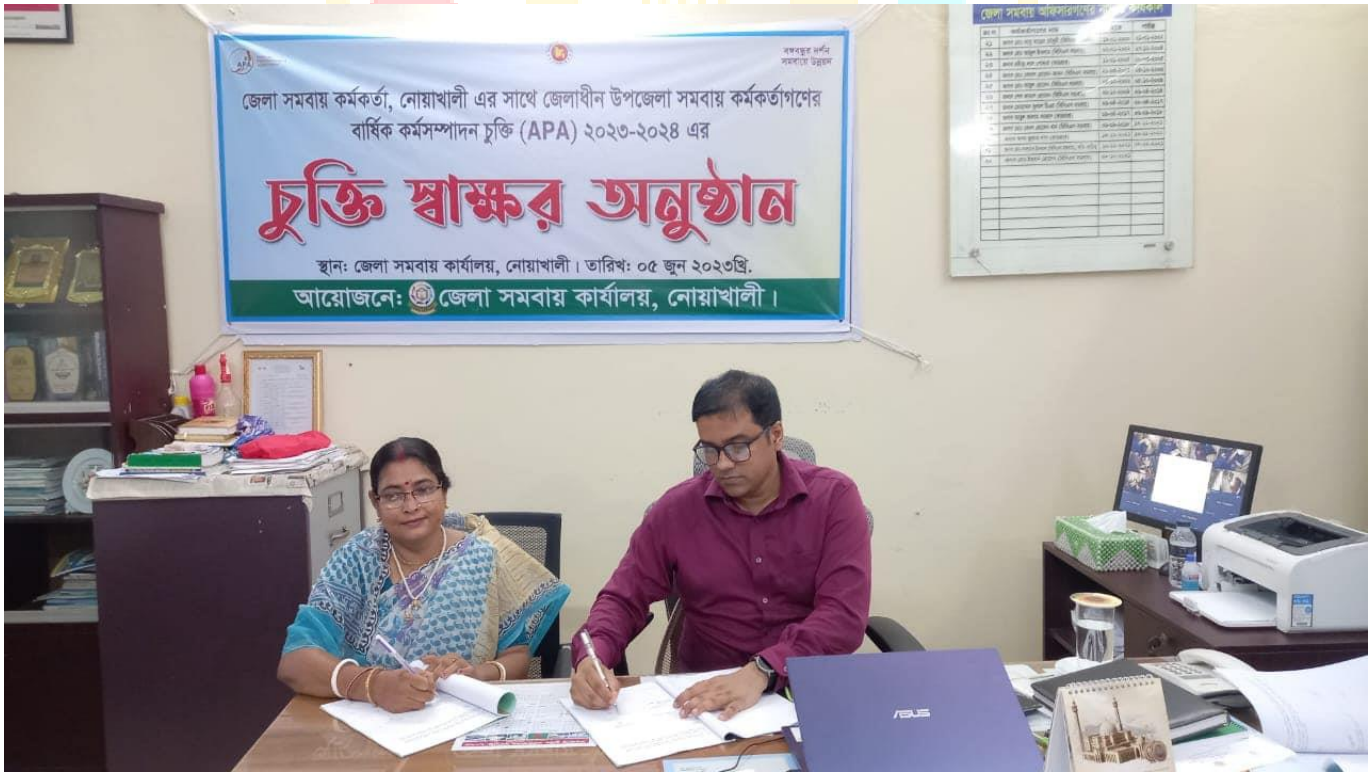

জেলা সমবায় অফিসার, নোয়াখালী ও উপজেলা সমবায় অফিসার, নোয়াখালী এর মধ্যে ২০২৩-২০২৪ সনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

নোয়াখালী সদর উপজেলাধীন ভাটিরটেক আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঋণ আদায় ও অগ্রগতি তদারকি

নোয়াখালী সদর উপজেলাধীন চরদরবেশ আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি গঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন

৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

সমবায় সংগীত

-----কাজী নজরুল ইসলাম

‘ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয়।

দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র-‘সমবায়, সমবায়’!

ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!

দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!

মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!

সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙ্গিবো সমবেত পদঘায়!!

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়, সমবায়.....।

মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,

মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?

জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে

আমরা গড়িবো নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়!!

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়, সমবায়.....।

দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে

এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।

সকল দেশের মানুষ আজি সহস্র দলে,

মিলিয়াছি আসি-রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়!!

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়.....।

-----সমাপ্ত-----